মেহেরপুরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপন নিশ্চিত করতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সার্বিক প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

গতকাল শনিবার তিনি জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এ সময় পূজামণ্ডপগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দর্শনার্থীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত এবং পূজার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও আনন্দঘন পরিবেশে উদ্যাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মেহেরপুরে পরীক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহিৃতে এসএসসি মডেল টেস্ট

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২০২৭ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি প্রথম পত্রের মডেল টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার জেলার তিন উপজেলার ১২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫ হাজার ৭৫৬ জন শিক্ষার্থী ১১টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষায় অংশ নেয়।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি দূর করা এবং মূল পরীক্ষার আগে তাদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি কেন্দ্রে কক্ষ পরিদর্শক, ট্যাগ অফিসার ও শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি দায়িত্ব পালন করেন। উত্তরপত্র সংরক্ষণ ও প্রেরণের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে পুলিশ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র এবং ২৬ সেপ্টেম্বর গণিত বিষয়ের মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়সহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, তিন বিষয়ের মডেল টেস্টের ফলাফল বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এর ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষার আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবে।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, প্রতিটি বিষয়ের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ৫৬ জন করে পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ শিক্ষক। তিনি আরও বলেন, পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো ফি নেওয়া হয়নি।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষার্থীদের খাতার জন্য পরীক্ষার্থীপ্রতি চার টাকা করে দিয়ে একটি পরীক্ষা তহবিল গঠন করেছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই তহবিলের অর্থে খাতা ক্রয় করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রসহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার মেটানো হচ্ছে জেলা প্রশাসনের তহবিল থেকে।

সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত ট্যাগ অফিসার মাহবুবুল হক জানান, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর শিক্ষা বোর্ডে মেহেরপুর জেলার পাসের হার ছিল ৬২ দশমিক ৭০ শতাংশ, যা বোর্ডের ১০টি জেলার মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে ২০২৬ সালে জেলাটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি বা সন্ধানীর মতো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালো ফল করলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি ও সাধারণ বিদ্যালয়গুলোর দুর্বল ফলাফল এখনো জেলাটিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পিছিয়ে রাখছে।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী খেলায় মুজিবনগর উপজেলাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে সদর উপজেলা একাদশ ফাইনালে উঠেছে। আগামী ১ আগষ্ট শনিবার ফাইনালে ২য় খেলার বিজয়ী দলের মুখোমুখি হবে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থপ্রতিম শীল, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নজরুল কবীর, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রাকিবুল হাসান, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, এস্তামুল হক ও ভুবন চন্দ্র হালদার এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান।

উদ্বোধনী ম্যাচে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৪-১ গোলে মুজিবনগর উপজেলাকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টে শুভ সূচনা করে। বিজয়ী দলের পক্ষে হিমেল জোড়া গোল করেন। এছাড়া কিরণ ও মিরাজ একটি করে গোল করেন। মুজিবনগর উপজেলার পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন সাকিব।

দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য হিমেল ম্যাচ সেরা (ম্যান অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন। তার অসাধারণ পারফরম্যান্সে মেহেরপুর সদর উপজেলা বড় জয় নিয়ে টুর্নামেন্টে যাত্রা শুরু করে।

মেঘলা আবহাওয়া সত্ত্বেও জেলা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ম্যাচ ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবলের জেলা পর্যায়ের সমসূচি প্রকাশ

মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর, গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন ও মেহেরপুর পৌরসভা একাদশ নিয়ে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টের সময়সূচি প্রকাশ করেছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন স্বাক্ষরিত সময়সূচিতে জানানো হয়েছে, ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর সদর বনাম মুজিবনগর উপজেলা, ৩১ জুলাই মেহেরপুর পৌরসভা বনাম গাংনী উপজেলার খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

দুটি খেলার বিজয়ী দল দুটিকে নিয়ে ১ আগষ্ট হবে ফাইনাল খেলা।

খেলা তিনটিই মেহেরপুর স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হবে বলে সময়সূচিতে জানানো হয়েছে।

দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

দেশের ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

মঙ্গলবার দুপুরে তিনি কেরু অ্যান্ড কোম্পানির অতিথি ভবনে পৌঁছালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে জেলা প্রশাসক প্রতিষ্ঠানটির ডিস্টিলারি ইউনিটসহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওবায়দুর রহমান সাহেল, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কেরু অ্যান্ড কোম্পানির জিএম (প্রশাসন) আল ফারুক ওমর শরিফ গালিব, জিএম (কারখানা) সুমন কুমার সাহাসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মেহেরপুরে জ্বালানি তেলের সরবরাহ সুষ্ঠু রাখতে জেলা প্রশাসকের পরিদর্শন

জনস্বার্থে জ্বালানি তেলের সুষ্ঠু সরবরাহ ও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মেহেরপুরে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করেছে জেলা প্রশাসন।

সোমবার (৬ এপ্রিল) জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায় সদর উপজেলার কলেজ মোড় সংলগ্ন মেহেরপুর ফিলিং স্টেশন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি ফিলিং স্টেশনে সংরক্ষিত জ্বালানি তেলের মজুদ, বিক্রয় কার্যক্রম এবং মজুদ রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা তা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন।

এ সময় জেলা প্রশাসক ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, নির্ধারিত দামে জ্বালানি তেল বিক্রয় নিশ্চিত করা এবং কোনো প্রকার অনিয়ম বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসনের এমন তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। স্থানীয়দের মতে, প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ জ্বালানি তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক বদলি, নতুন পদায়ন

মেহেরপুরে নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে শিল্পী রানী রায়কে পদায়ন করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। রোববার এক আদেশে তাকে পদায়ন করা হয়।

শিল্পী রানী রায় সাংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সাংস্কৃতিক চুক্তি শাখা) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

এদিকে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সৈয়দ এনামুল কবিরকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করা হয়েছে।
রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে গতকাল দুপুর ২ টায় আলমডাঙ্গা থানাধীন ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও সংশ্লিষ্টদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

পরিদর্শনকালে তাঁরা ভোটকেন্দ্রসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরার কার্যকারিতা, অবকাঠামোগত প্রস্তুতি, ভোট গ্রহণের পরিবেশ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়, যাতে ভোটাররা শান্তিপূর্ণ ও নির্ভয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

এসময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত তৎপরতা অব্যাহত থাকবে। যে সকল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে বিশেষ ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার, আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ বানী ইসরাইল ও চুয়াডাঙ্গাসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ।

দেশ পিছিয়ে গেলে এই দায়ভার আমাদের

আমরা ঋণের ফাঁদে পড়ে যাচ্ছি। এই ঋণের ফাঁদ, দুর্নীতি এইসব মিলিয়ে দেশ কিভাবে এগোবে? এখন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার আমাদের পথ খুঁজতে হবে। আমরা যারা সরকারি কর্মকর্তারা আছি, আমাদের বিবেককে প্রশ্ন করার দরকার, মানুষের সেবা করা আমাদের মৌলিক ও নৈতিক দায়িত্ব। আমরা এই দায়িত্ব পালনে যদি সততার পরিচয় না দিতে পারি, তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। এবং এই দেশ পিছিয়ে গেলে এর সম্পূর্ণ দায়ভার আমাদের উপর পড়তে হবে। আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে যে আমরা এ দেশকে ভালবাসি, এ দেশের মানুষের জন্য, এ দেশের জন্য নিজেদেরকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখবো।

আজ মঙ্গলবার সকালে “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা: গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যে জেলা শিল্পকলাই আয়োজিত দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন জেলা প্রশাসক ডঃ সৈয়দ এনামুল কবীর। তিনি আরো বলেন, তারুণ্যের উপরে চাপিয়ে দিয়ে আমরা সব সময় নিজেদের দূরে দেখার চেষ্টা করি। তারুণ্য আসবে সামনে, আমরা তো এখন পদ-চেয়ারে বসে আছি। সুতরাং, আমরা যারা দায়িত্ব পালন করছি তাদের উচিত এই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

দুর্নীতির যে ধারণাটি রয়েছে সেটা মূলত ঘুষ নেওয়াকে বোঝায়। এটা ছাড়াও কিন্তু স্বজনপ্রীতিও আছে। স্বজনপ্রীতি বলতে আমার এলাকার মানুষ, আমার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য করা আইন-কানুনের বাইরে গিয়ে।

আসলে আমরা যদি এই বিষয়গুলোতেই আবদ্ধ না হই, তাহলে আলোচনা সভা হবে, দিবস পালন হবে, আমাদের এখানে এসে জড়ো হওয়া হবে, সময় নষ্ট হবে কিন্তু আমরা এগোতে পারবো না।

আমাদের সকলকেই শপথবদ্ধ হওয়া উচিত যে আমরা দুর্নীতি বন্ধ করে দেব।

মেহেরপুর জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহঃ

মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া সমন্বিত জেলা কার্যালয় দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ বুলবুল আহমেদ।

এর আগে, ২৩তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনা, জাতীয় পতাকা ও দুদক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হবে। সকাল ৯টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, চব্বিশ পরবর্তী সময়ে ঘুষ কল্পনা করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তারা ঘুষ খেতে চাইলে, চাকুরী না করে থালা হাতে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করুন। এবারের নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের এক’শ বছরের গতি পরিবর্তনের নির্বাচন। গত তিনটা নির্বাচনে এদেশের তরুণ যুবক ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুরে নবযোগদানকৃত জেলা প্রশাসক ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার লোকজন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথি ডক্টর সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে জোর জবরদস্তি, কারুচুপি, বিভিন্ন

মাধ্যমে মানুষকে মিসগাইড করে, বাঁধা বা শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলে সেটা রুখে দেওয়া হবে। সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বে আমরা যারা থাকবো তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একটা সুষ্ঠ নির্বাচন করার জন্য।

মিথ্যা গুজব থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে ডিসি সৈয়দ এনামুল কবির আরও বলেন, গুজব, অপতথ্য এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে সমাজকে পিঁড়া দিচ্ছে। সমাজে তিন ধরণের তথ্য আছে, মিস ইনফোরমেশন, ডিসইনফোরমেশন ও ব্যাড ইনফোরমেশন। এই তিনটা তথ্যের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। অপতথ্য বা গুজবের কোনো ভিত্তি নেই। এটার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ক্ষতি করা। ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং ব্যাড ইনফোরমেশন হলো সঠিক তথ্য থাকলেও উদ্দেশ্য ক্ষতি করা। এই তিনটা তথ্যই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তথ্য যাচাই-বাছাই না করা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো তথ্য শেয়ার না দেওয়ার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ইলেকশন কমিশন এই কাজগুলো বা ইনফরমেশনগুলো ছড়াচ্ছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য কাজ শুরু করেছেন। যারা এসব মিথ্যা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিষয়ে সঠিক এবং সত্য তথ্যটা তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এছাড়া গাংনীর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ, মাদক নিয়ে কাজ করার জন্য সমাজের সকলের সহযোগীতা চান তিনি। তিনি বলেন, মেহেরপুর জেলায় সারের কোনো ঘাটতি নেই। জেলার কৃষি জমিগুলো তিন ফসলি হওয়ায়, কৃষকরা তাদের জমিতে মাত্রাতিরিক্তি সার প্রয়োগ ও সিস্টেমের সমস্যার কারণে সার সংকট হয়েছে বলে মনে করছেন।

জেলার কৃষক ও কৃষির কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত ২ হাজার মেট্রিকটন সারের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ৪’শ মেট্রিকটন টিএসপি ও ৪’শ মেট্রিকটন ডিএপি সার অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েছে।

মাদকের হটস্পটগুলোতে অভিযান চালানো শুরু হয়েছে উল্লেখ করে জেলা প্রশাসক বলেন, মাদক কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না। মাদক নিমুর্লে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকের হটস্পট চিহ্নিত করে যারা যারা মাদকের সাথে জড়িত তাদের আইনের আওতায় আনতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ

বিভাগ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও মিডিয়া কর্মীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি কর্মকর্তারা কিছুদিনের জন্য আপনাদের এলাকায় সেবা দিতে আসেন। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এলাকার কাজগুলো আদায় করে নিতে হবে। শুধু নাগরিক সেবা নিলেই হবেনা। সাথে সাথে একজন সুনাগরিকের দায়িত্বও পালন করতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জেলা প্রশাসক বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেল ধরতে হবে। এসব অবৈধভাবে রেজিস্ট্রেশনবিহীন গাড়িগুলোকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এছাড়া অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। অভিভাবকদের হস্তক্ষেপ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব নয়।

এছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধেও উপজেলা প্রশাসনকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের নিদের্শ দেন তিনি। যে কোনো সমস্যা সমাধানে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

বর্তমান সময়ে কৃষকের সার সংকট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, মাদক ও বাল্য বিবাহসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নকল্পে সরকারের বরাদ্দের সুষম বন্টনের অনুরোধ জানান গাংনীর সুধিজনেরা।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহ্বায়ক সামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডাক্তার রবিউল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল আজিজ, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক মুজাহিদুল ইসলাম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মু, আলম হুসাইন, গাংনী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আল হেলাল, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের